প্রথম আলো

তারিখ 12 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

১৮ মাস বেতন বন্ধ, রাজস্ব খাতে নেওয়ার দাবি

শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে অচল লেদার টেকনোলজি কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রায় দেড় বছর ধরে বেতন-ভাতা না পেয়ে বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজির শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন। এতে সব বর্ষের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানটি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। ৬ নভেম্বর থেকে এ কর্মবিরতি চলছে।

কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর ও প্রাপ্য ১৮ মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় কলেজের মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে এই দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠানটির আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠন প্রকল্পের আওতায় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকল্পটি গত বছরের জুন মাসে শেষ হয়। ওই মাসেই জোট সরকার এক আদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নেওয়া সব প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর বন্ধ করে দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব বলেন, এ আদেশ জারির পরও সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেয়। কেবল আটকে দেওয়া হয় এই সম্ভাবনাময় লেদার টেকনোলজি কলেজ। একই ছাড় এই কলেজকে দেওয়া হলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের এই দুর্দশা হতো না, নেমে আসত না এই অচলাবস্থা। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকেরা প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টাসহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

লেদার প্রোডাক্টস টেকনোলজি বিভাগের প্রধান প্রভাষক সবুর আহম্মেদ বলেন, শিক্ষকেরা ১৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। তার পরও শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে গত অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষকেরা ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়েছেন। কোনো উপায় না দেখে ৬ নভেম্বর থেকে তাঁরা ধর্মঘট ও কর্মবিরতি পালন করছেন।

কলেজে বর্তমানে এক হাজার ৪০ জন শিক্ষার্থী আছেন। এদের জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২৭ জন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির (এফিলিয়েশন) নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৮০ জন শিক্ষক থাকতে হবে। ফুটওয়্যার টেকনোলজির শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ইশতিয়াক সাত্তার জানান, ২০০৪ সালের জুন মাসে তাঁদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। এরপর আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও সে পরীক্ষা হয়নি। একই বর্ষের শিক্ষার্থী রকিবুল হাসান লিটন বলেন, আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আছি।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. খান রেজাউল করিম *প্রথম আলো*কে বলেন, অবশ্যই এসব সমস্যা দূর করা প্রয়োজন। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করছে দেশের সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎও।